Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা ২২ ডিসেম্বর , ২০১৪ ৩ পৌষ, ১৪২১

জেলা জুড়ে সি পি আই(এম)-এর সম্মেলন চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ ডিসেম্বর : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র বর্ধমান জেলা ২৩তম সম্মেলনকে সামনে রেখে জেলায় সর্বস্তরে সম্মেলনগুলি চলছে। ইতিমধ্যেই লোকাল কমিটিগুলির সম্মেলন শেষ হওয়ার মুখে। শুরু হয়েছে জোনাল স্তরের সম্মেলন। এবারে ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি বার্ণপুরে শহিদ দিলীপ সরকার নগর বিনয় কোঙার মঞ্চ (সম্প্রীতি হল)-এ অনুষ্ঠিত হবে ২৩তম বর্ধমান জেলা সম্মেলন। ২১ ডিসেম্বর সম্পন্ন হয়েছে বুদবুদ-গলসি, কালনা ও বারাবনী তিনটি জোনাল কমিটির সম্মেলন। রূপনারায়ণপুরে শহিদ দিলীপ সরকার নগরে পঞ্চানন মণ্ডল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় বারাবনী জোনাল সম্মেলন। রক্তপতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা করেন সি পি আই(এম)-এর প্রবীণ নেতা এস আর দাস। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বংশগোপাল চৌধুরী। মোট ১৬০ জন প্রতিনিধি ও ২৪ জন বিশেষ আমন্ত্রিত প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পার্থ মুখার্জী। সম্মেলন থেকে ১৮ জনের কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন অসীম ব্যানার্জী।

বুদবুদ-গলসি জোনাল কমিটি নবম সম্মেলন গলসিতে ক্ষুদিরাম মাজিনগর ও কালীপ্রসন্ন দত্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য নিরুপম সেন ও জেলা সম্পাদক অমল হালদার। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গণেশ চৌধুরী ও বীরেশ মণ্ডল। সম্মেলন থেকে ১৭ জনের নতুন জোনাল কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন কমল সরকার।

কালনা জোনাল কমিটির নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত ধাত্রীগ্রামে প্রয়াত হরেকৃষ্ণ কোঙার ও বিনয় কোঙার নামাঙ্কিত মঞ্চে। রক্তপতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে সম্মেলনের সূচনা করেন প্রবীণ নেতা সুধীর ঘটক। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অরিন্দম কোঙার। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত কোঙার। উপস্থিত দলের রাজ্য কমিটির সদস্য অচিন্ত্য মল্লিক ও অঞ্জু কর। সম্মেলন থেকে ১৯জনের নতুন কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মুকুল শিকদার।

বর্ধমান শহর ১ ও ৩ লোকাল কমিটির সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে। নতুন কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে অতনু হুই ও তড়িৎ ঘোষ। দলের সংবিধান অনুযায়ী ৩ বারের নির্বাচিত সম্পাদকরা পুর্ননির্বাচিত হবেন না।

তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে ভাঙ্চুর পুরসভায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২০ ডিসেম্বর : বিরোধীশূন্য বর্ধমান পুরসভায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিস্ফোরণ ঘটলো ১৬ ডিসেম্বর পুরপতির চেম্বারে। ২৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শঙ্করী ঘোষের নেতৃত্বে চেয়ারম্যানের চেম্বার ভাঙচুর এবং চেয়ারম্যানকে চরম হেনস্থা করা হয়।

শঙ্করী ঘোষ ২০০৮ সাল থেকে কাউন্সিলার। বাম আমলেও তিনি তৃণূলের টিকিটে জেতেন। তাঁর অভিযোগ চেয়ারম্যান স্বরূপ দত্ত তাঁকে চোর অপবাদ দিয়ে লাইসেন্স বিভাগ থেকে কোনো কারণ না দেখিয়ে সরিয়ে দেন। চেম্বারে ডেকে অপমান করেন। চেয়ারম্যান স্বরূপ দত্ত জানান, শংকরীকে লাইসেন্স বিভাগের দায়িত্ব আমি দিই। রাজ্য নেতৃত্ব ওকে কোনও পদ দেয়নি। দায়িত্ব দিয়ে ওর কাছ থেকে ভাল কাজ পাচ্ছিলাম না। প্রচুর ফাইল জমে যায়। টাকার বিনিময়ে লাইসেন্স দেওয়া অভিযোগ জমা পড়ে। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

বিরোধীশূন্য পুরসভায় চেয়ারম্যানপদ নিয়ে প্রথম থেকেই দ্বন্দ্ব। এখন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রাস্তায় নেমে এসেছে। পুরসভার কর্মীরাও বিরক্ত। কার্যত দু-ভাগে বিভক্ত শাসকদল। পরিষেবা

—এরপর চারের পাতায়

পেশোয়ারে শৈশব শিকারীদের ধিক্কার জানালো ছাত্র-যুব-মহিলারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ ডিসেম্বর, বর্ধমান : আর পাঁচটা দিনের মতো পাকিস্তানের পেশোয়ারে আর্মি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বই-খাতা নিয়ে তখন স্কুলে। ১৬ ডিসেম্বর সকাল ১০-৩০ মিনিটে প্রার্থনা সেরে নিজের ক্লাসে বসেছে। হঠাৎ ৬ জন তালিবানি জঙ্গী স্কুলে ঢুকে এক লহমায় ঝাঁঝরা করে দিল ১৫১ টি শিশুর দেহ। জখম হলো ১২২ জন। 'শতফুল আর বিকশিত' আর হলো না। মেঝেতে জমাট বেঁধে আছে রক্ত দেওয়াল ভর্তি বুলেটের গর্ত। ক্লাশে রক্তে ভাসলো নিষ্পাপ শিশুর বই, খাতা। থরে থরে পড়ে থাকা নিথর দেহ সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রশ্ন তুলছে কী ছিলো ওদের দোষ?

স্তম্ভিত গোটা পৃথিবী। স্তম্ভিত আমাদের দেশ। সন্ত্রাসবাদী নির্মুল করার ডাক দিচ্ছে পাকিস্তান সরকারও। সন্ত্রাসবাদীদের একসময় মদত দিয়েছিল পাকিস্তান সরকার। অনেকেই মনে করছে এটা ব্যুমেরাং। ব্যুমেরাং হোক আর মদতই হোক, শেষমেষ ঐ নিষ্পাপ পড়ুয়ারা কেন বলি হবে? উঠছে প্রশ্ন।

ধিক্কার দেশ জুড়ে। পথে নেমেছে রাজ্যের বামপন্থী ছাত্র-যুব-মহিলারা। পরের দিনই পথে নেমে ধিক্কার জানায় বামপন্থী ছাত্র-যুব-মহিলারা।

১৭ ডিসেম্বর শহরের কার্জনগেটে এস. এফ. আই, ডি ওয়াই. এফ. আই, মহিলা সমিতি, সি. আই. টি. ইউ মোমবাতি জ্বালিয়ে শিশুদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। তীব্র ধিক্কার জানান বক্তারা। পথচলতি মানুষও সামিল হয় এই ধিক্কার সভায়।

বক্তারা সকলেই বলেন, সারা পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদী, মৌলবাদী একাকার হয়ে যাওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই দায়ী। আমাদের দেশেও বিজেপি সরকার সাম্প্রদায়িকতাবাদ, মৌলবাদকে মদত যোগাতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদ প্রশ্রয় পাচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও খাগড়াগড়ে জঙ্গিদের আড়াল করতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এই শক্তিগুলো ব্যুমেরাং হয়ে ফিরবে একসময়। যা রাজ্য তথা দেশের পক্ষে ক্ষতি। এর বিরুদ্ধে একমাত্র বামপন্থীরাই লড়ে যাচ্ছে সমানে।

ধিক্কারসভায় বক্তব্য রাখেন এস. এফ. আই-র দিপঙ্কর দে, সি আই টি ইউ-র নজরুল ইসলাম, মহিলা সমিতির সুপর্ণা ব্যার্জী, ডি. ওয়াই. এফ. আই-র অঞ্জন বিশ্বাস প্রমুখ।

১৮ ডিসেম্বর বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে মোমবাতি জ্বালিয়ে ১৫১ জন শিশুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। পথচলতি মানুষ, সভাধিপতি দেবু টুডুও মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

এই নৃশংস হত্যালীলায় রানিগঞ্জ শিল্পাঞ্চলের মানুষও ঘৃণা-যন্ত্রণা ও ক্ষোভে গর্জে উঠেছে। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটলো ১৮ ডিসেম্বর। এদিন পোস্ট অফিস ময়দানে পাঁচশতাধিক মানুষ মিলিত হন ধিক্কার জানাতে। এদিন পোস্ট অফিস ময়দানে স্কুলের মাস্টার, নাট্যকার, খেলোয়ার, শ্রমিক, গৃহবধু, ছাত্র-যুব থেকে শুরু করে অসংখ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ পুরপ্রধান অনুপ মিত্র, উপপুর প্রধান সুনীল খাণ্ডেওয়াল, প্রাক্তন পুর প্রধান রুণু দত্ত সহ অসংখ্য মানুষ ধিক্কার মিছিলে ছিলেন।

দুর্গাপুর কিশোরবাহিনী ইস্পাত অঞ্চল সমিতির পক্ষ থেকেও এই নৃশংসতম আক্রমণের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানো হয়। উপস্থিত কিশোরবাহিনীর খুদে সদস্যদের কাছে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তব্য তুলে ধরেন কিশোরবাহিনীর বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য কালিশংকর ব্যানার্জী ও সাহিত্যিক রাজীব ঘাঁটি। সবশেষে নীরবতা পালন ও প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করে নিহতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

ওরা কি মানুষ?

সলিল ভট্টাচর্য

অন্ধকারও লজ্জা পায়
পশুরা সব লুকিয়েছে গোপন গুহায়।
এত রক্ত, এত রক্ত কেন?
চারপাশে রক্তমাখা ফুলগুলো রয়েছে সাজানো।
ফুল নয়, সারি সারি মৃতদেহ,
আলো থেকে অন্ধকারে গুমরে ওঠে বিচ্ছেদ-বিরহ।
তালিবানি সন্ত্রাসের বীভৎস ফতোয়া,
তারা খুনের উল্লাসে চায় খোদা বা আল্লাহ্‌র দোয়া।

সারি সারি ফুলেদের শবে
এখন দিনের আলো মুখে গেছে আঁধার-উৎসবে।
যাদের ফোটার কথা কৈশোরে যৌবনে
সেই সব স্বপ্নকণা ধ্বংস হলো দানবের ধর্মের মাতনে।
এই ধর্ম নয় মানুষের
এই ধর্ম-উন্মাদনা তালিবানি বীভৎসার কীট-নরকের!
আলোর পিয়াসী শিশু, কিশোর-কিশোরী
অকাল-মরণে তারা কোথায় দিয়েছে পাড়ি?

মানুষ কি পশুর চেয়েও ভয়ঙ্কর?
তার হাতের মারণাস্ত্রে মানবতা দুনিয়ার কাঁপে থর থর।
শিক্ষার পবিত্র অঙ্গন
দানবের পিশাচের জিঘাংসার হিংস্র আস্ফালন।
তাহলে কি সূর্য ডুবে যাবে?
মানবতা ধ্বংস হবে দানবের ক্লেদাক্ত তাণ্ডবে?
তবু যারা আলোর সন্ধানী,
হে মানুষ, তাদের জীবনে আনো অনির্বাণ বিশ্বাসের বাণী।

যুগ-যুগান্তর ধরে
প্রাণের প্রদীপ যেন বহ্নিমান হয়ে থাকে
পৃথিবীর প্রতি ঘরে ঘরে।
আকাশ-কুসুম নয়,
অন্ধকার দীর্ণ করে জন্ম নেবে রাত শেষে দীপ্ত কুবলয়।

কলেজের সংসদ দখলে নেমে পড়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ ডিসেম্বর : কলেজের সংসদ দখলের খেলায় আবার নেমে পড়লো শাসক দলের ছাত্র শাখা টি এম সি পি। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য চলার সাথে সাথে নির্বাচনের নামে প্রহসন করে কলেজ দখল করতে চাইছে টি এম সি পি জেলার ৩০টি কলেজে নির্বাচনের জন্য নোটিফিকেশন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টি এম সি পি দখলের রাজনীতিতে নেমে পড়েছে। গতবার গায়ের জোরে দখল কয়েকটি কলেজে করলেও যেখানে ভোট হয়েছে সেখানেই টি এম সি পি প্রথম থেকেই সন্ত্রাসে নেমেছে। শিক্ষামন্ত্রীর সুস্থ নির্বাচনের পক্ষে বিবৃতিই সার।

সুস্থ নির্বাচনের জন্য এস. এফ. আই জেলাশাসককে চিঠি দিয়েছে। দাবি করা হয়েছে নোমিনেশন ফাইলের দিন যথেষ্ট নিরাপত্তা দিতে। উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে গত ১৬ ডিসেম্বর রাজকলেজে এস. এফ. আই-র পোস্টার ছেঁড়া, এস. এফ. আই কর্মীকে মারধোর করে সন্ত্রাস ছড়ানো হচ্ছে। ১৮ ডিসেম্বর বিবেকানন্দ কলেজে পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগ করেছেন জেলা সম্পাদক দিপঙ্কর দে। নির্বাচনকে প্রহসন না করে সুস্থ ও অবাধ নির্বাচন করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে চিঠিতে।

জেলার ২০টি কলেজে দু'ভাগে ভোট

—এরপর চারের পাতায়

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগে দলতন্ত্র : সূর্যকান্ত মিশ্রের অভিযোগ রাজ্যপালের কাছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২০ ডিসেম্বর : তৃণমূল সরকারের মাথায় পচন। তাই সরকারের ল্যাজ এও সর্বত্র পচন। সারদার দুর্নীতি নিয়ে সি বি আই যখন সরকারের মাথা ধরে টান মারছে ঠিক তখনই গৌরবময় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দুর্নীতি, স্বজন পোষণ বিভিন্ন অসচ্ছতা নিয়ে প্রশ্নের মুখে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় জেলার মানুষের কাছে গর্ব। উপাচার্য স্মৃতি কুমার সরকার শাসক দলের ঘনিষ্ঠ প্রথমে। এসেই সমস্ত ইউনিয়ন ভেঙে দিয়ে এক ভয়ঙ্কর স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছেন। এর বিরুদ্ধে সবর হয়েছেন বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র। তিনি নির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাজ্যপালের কাছে ১ ডিসেম্বর একটি চিঠি লিখেছেন। তাতে আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ আছে। দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি যে ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন তাতে রাজ্যপালের কাছে উল্লিখিত বিষয় হিমশৈলের সামান্য চূড়া মাত্র।

২০১৩ সালে আধিকারিক পর্যায়ে ৯ জনের নিয়োগ হয়। অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটুট-র নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে যোগ্যতার মাপকাঠিতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বলা আছে ডিপার্টমেন্ট প্রমোটি হবে ৬০ শতাংশ এবং বাইরে থেকে হবে ৪০ শতাংশ। কিন্তু সমস্ত আধিকারিকপদেই বাইরে থেকে অযোগ্য লোকদের নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যপালের কাছে বিরোধী দলনেতার অভিযোগে জানা যাচ্ছে পি.জি কাউন্সিলের সেক্রেটারি নিয়োগে ব্যাপক টাকার ডিল করে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও একতরফা নিয়োগ হয়। শুধুমাত্র শাসক দলের ঘনিষ্ঠ, এটাই যোগ্যতা।

দু'জন এ্যাসিস্টেন্ট কন্ট্রোলার নিয়োগ করা হয়েছে যাঁরা জুনিয়ার হাইস্কুলের হেডমাস্টার। ঐ পদে নিয়োগ হতে গেলে দশ বছরের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। ন্যূনতম যোগ্যতা নেই দু'জনের। যোগ্যতার মাপকাঠি একমাত্র মন্ত্রীর ভাই।

শুধুমাত্র বর্ধমানের তৃণমূল নেতার ভাই বলে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও এ্যাকাউন্টান্ট হিসাবে নিয়োগ করেছে। বি-কম পাস আই সি আই ব্যাঙ্কের অস্থায়ী কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টান্ট হয়েছে।

অ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগপত্র যিনি পেয়েছেন তাঁর যোগ্যতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন। দুর্গাপুরের রাজবাঁধ থেকে বি.টেক করেছেন। ন্যূনতম দশ বছরের অভিজ্ঞতা দরকার। কেবলমাত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর ভাই হওয়ার সুবাদে এই নিয়োগ। অথচ যাদবপুর থেকে এম. টেক করা ছাত্রদের বাদ দেওয়া হয়েছে।

আরও জানা যায় ৬৮টি নতুন সেলফ ফিনান্স বি.এড কলেজে ম্যানেজমেন্ট কোটায় প্রতি কলেজে ২০ জন করে ছাত্রকে টাকার বিনিময়ে ঢোকানো হয়েছে।

নতুন চিঠি

২২ ডিসেম্বর, ২০১৪

ধর্মের নামে

ধর্মই যখন রাজনীতির একমাত্র আধেয় হয়ে ওঠে, তখন তা কী ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করতে পারে তার একের পর এক উদাহরণ মিলছে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে। ধর্মীয় এই উন্মত্ততা যে একই ধর্মের মাধ্যেও কী জঙ্গি বীভৎসার সৃষ্টি করতে পারে পাকিস্তানের পেশওয়ারে বিদ্যায়তনে ছাত্রদের গণহত্যা তার এক নির্মমতম উদাহরণ। অন্যান্য অনেক দেশেও এই ধরনের জঙ্গি বীভৎসা ধারাবাহিকভাবে চলছে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী ভারতেও এখন হিন্দুত্ববাদীরা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ধর্মই রাজনীতির প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠতে শুরু করেছে। পাল্টা হিসাবে মুসলিম জঙ্গিবাদও শক্তি সঞ্চয় করছে। খাগড়াগড় কাণ্ড তারই এক অশনি-সংকেত। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর তার হিন্দুত্ববাদী শাখা-প্রশাখাগুলি অতিসক্রিয় হয়ে উঠেছে। হিন্দুত্ববাদের উগ্র প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়া। এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই হিন্দু জঙ্গিবাদ এমন একটি পর্যায়ে চলে গেছে যে প্রধানমন্ত্রী মোদিজিও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিজেপির হিন্দুত্ববাদী শাখা সংগঠনগুলি যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে তাহলে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। বহুধর্মী ভারতে এ ধরনের কার্যকলাপে প্রশাসন যে বিপুল বিপাকের সম্মুখীন হবে, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মোদিজিও এই সত্যি উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই কি তাঁর এই প্রতিক্রিয়া? না কি অভিনয়? যাই হোক, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সংহতিই ভারতকে ধর্মীয় রাজনীতির অন্ধকূপ থেকে রক্ষা করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বামপন্থীদেরই অগ্রবর্তী অবস্থান গ্রহণ করতে হবে।

নতুন চিঠি'র সাহিত্যের আড্ডা

প্রবীণ সি পি আই(এম) সদস্যের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ ডিসেম্বর : ১৮ ডিসেম্বর সি পি আই(এম)-এর কালনা জোনাল এলাকার সব থেকে প্রবীণ সি পি আই(এম) সদস্য শেখ সৌকত আলির জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। কিছু দিন আগে এক পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন। ১৯ ডিসেম্বর মৃতদেহ তাঁর বাঘনাপাড়ার শিয়ালডাঙা গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালে শেষ শ্রদ্ধা জানান সি পি আই(এম) নেতা, কর্মী, সাধারণ মানুষ। শ্রদ্ধা ও পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান করুণা ভট্টাচার্য, উৎপলা গোস্বামী, মহম্মদ শাহ, শ্যামল পাল, কার্ত্তিক ক্ষেত্রপাল প্রমুখ। স্থানীয় কবরস্থানে তাঁর শেষ কৃত্য সমাধা হয়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. আন্তর্জাতিক চা দিবস কবে পালিত হয়? কবে কে প্রথম চা আবিষ্কার করেন? পৃথিবীতে কতপ্রকার চা পাওয়া যায়?
২. বিশ্বের সবচেয়ে দামি চা কোথায় পাওয়া যায়? ভারতের সবচেয়ে দামি চা কোথায় পাওয়া যায়?
৩. 'অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স' কোথায় কবে স্থাপিত হয়?
৪. প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে কবে অস্কার পুরস্কার প্রদান করা হয়?
৫. কাকে হত্যা করার অভিযোগে বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর ফাঁসি হয়েছিল? কবে এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়?
৬. পুরুলিয়ায় একটি বিমান থেকে অত্যাধুনিক রাইফেল, লঞ্চারস্ ফেলা হয়েছিল কবে? বিমানটির নাম কী ছিল?
৭. সাহিত্যিক রেভারেন্ড লাল বিহারী দের কোথায় কবে জন্ম? তাঁর বিখ্যাত রচনা কী? কবে মৃত্যু হয়?
৮. কোন চলচ্চিত্র উৎসবে কবে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের মর্যাদা পায়?
৯. 'বিশ্বভারতী' ভিত্তিপ্রস্তর কবে হয়? কে করেন? কত সালে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়?
১০. শান্তি নিকেতনে কবে কে ব্রাহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন? কে পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন?
১১. জাতীয় গণিত দিবস কবে পালিত হয়? কার স্মরণে এই দিবস? কবে তাঁর জন্ম?
১২. প্রখ্যাত স্বাধীনতাসংগ্রামী গণেশ ঘোষ কবে প্রয়াত হয়? কবে জন্ম?

(উত্তর শেষের পাতায়)

গ্যাসীয়

পঞ্চাকাকা খুব চাপে রয়েছে ক'দিন ধরে। গ্যাসের সমস্যা। রাস্তার দিকে দাওয়ায় কাঁচামিঠে রোদে বসে বসে কাকা ভাবছে—আচ্ছা বস্তু বটে তো গ্যাস! গ্যাস হলে বিপদ, গ্যাস খাওয়ালে সমস্যা, গ্যাস দিলে ঝামেলা, আবার গ্যাস না থাকলে বিপদ, সমস্যা, ঝামেলা সবগুলো একসাথে আসে।

—কী গো, আজকে কিছু ব্যবস্থা হবে নাকি? বাড়ি থেকে হাঁক পাড়লো কাকিমা। পৃথিবীর সব স্বামীর মতোই কাকাও বাধ্য হয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে বললো, হ্যাঁ গো হ্যাঁ—আজ আর হবে না, কালই বর্ধমান যাবো, একটা সমাধান করে আসতেই হবে।

গ্যাস নিয়ে কী ঝামেলা যে পোয়াতে হচ্ছে সকলকে তার আঁচ পড়েছে কাকাদের সংসারেও। একে তো গ্যাস বুক করার একমাস-চল্লিশদিন আগে গ্যাস আসছে না। সরকার যতই ১২টা গ্যাস দেবার প্রতিশ্রুতি দিক না কেন, হিসাব মতো বছরে ৮-৯ টার বেশি দেবে না। তারজন্যই এতো দেরি ডেলিভারিতে। এই ঝামেলার মাঝেই আবার গোদের উপর বিষফোঁড়া আধার কার্ড দিয়ে ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্ট দিয়ে ফর্ম ফিলাপ করতে হচ্ছে। কী ঝামেলা, কী ঝামেলা। গ্যাস ডিলারের কাছে যাও, ফর্ম আনো, ফিলাপ করো। যাবতীয় প্রমাণপত্র জেরক্স করো. আবার ডিলারের কাছে যাও, ডিলার আবার একটা ফর্ম রেখে আর একটা ব্যাঙ্কে জমা দিতে বলছে। পরের দিন আবার ব্যাঙ্কে যাও, গিয়ে দেখলে ব্যাঙ্ক তাদের সার্কুলার নেই বলে ফিরিয়ে দিলো। আবার ছোটো ডিলারের কাছে, ডিলার আবার সার্কুলার দেখালে তা ব্যাঙ্ক জমা নিল। এই ঝক্কি ঝামেলা তাও সহজ, যাদের আধার কার্ড আছে। যাদের নেই তাদের তো আরও পাঁচটা ঝামেলার মুখে পড়তে হচ্ছে। এই সবকিছুরই উদ্দেশ্য নাকি আগামী বছর থেকে সরকার ভর্তুকি দেবে, তবে একটু ঘুরিয়ে দেবে। তখন থেকে গ্যাস কিনতে পুরো টাকা দিয়েই কিনতে হবে। ভর্তুকির টাকা বছরশেষে ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্ট-এ ঢুকবে। তার মানে আমার টাকা দিয়েই আমাকে কিছুটা সাশ্রয় দিচ্ছে। দারুন পলিসি। ধীরে ধীরে সরকার আর যে ভর্তুকি দেবে না তার পদক্ষেপ এখন থেকে শুরু করলো বলে মনে হয়।

কাকা এইসব ঝক্কির অর্ধেকটা পার করেছে। দুদিন বর্ধমানে গিয়ে বিশাল লাইনে দাঁড়িয়ে ফর্ম তুলে এনেছে। তাও একদিন সকাল থেকে লাইন দিয়েও বিকাল পাঁচটার পর আর না দেওয়ায় ফিরে আসতে হয়েছে। এতো তোলা, জমা দেওয়াতেও দুদিন গেছে। ব্যাঙ্কেও একদিন গেছে। আর বাকি, ডিলারের কাছে ব্যাঙ্কের রিসিভটা জমা দেওয়া আর সব ঠিকঠাক হলো কিনা জানা। সেটাও আর হয়ে উঠছে না। যা লাইন, আর মানুষের ভিড় কাকা দেখেছে তাতে আর যেতেও চাইছে না। আর সিনিয়ার সিটিজেনদের যে একটু আগে দেবে সে মানসিকতাও এখন আর নেই।

পরের দিন কাকা সকাল সকাল স্নান করে গরম ভাত খেয়ে হাতে সেই পরশমার্কা থলি আর কাঠের বাঁটের ছাতা নিয়ে ধুতি পড়ে বর্ধমান শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

একটি মিছিল

ফর্ম জমা দিতে দুপুর গড়িয়ে গেল। তারপর কিছু কেনাকাটা সেরে কার্জনগেট চত্বরে চায়ের দোকানে একটু চা খাচ্ছিল কাকা। এইসময় টাউনহল থেকে একটি মিছিল বের হয়ে বি. সি. রোড দিয়ে যাচ্ছিল। কাকা চাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলো, কিসের মিছিল? চাওয়ালা চা করতে করতে বললো, চোরেদের মিছিল।

কাকা একটু অবাক হয়েই রাস্তার ধারে এসে দাঁড়ালো। মিছিল দেখতে দেখতে কাকা বুঝে গেল চাওয়ালার কথার মানে। শহরের অনেক ক্লাব এই

পঞ্চাকাকার পাঁচালী

ভাইপো

মিছিলে এসেছে, ক্লাব নয় তারাও অনেক এসেছে। বাচ্চা ছেলে-বুড়ো বস্তির মেয়েরাও এসেছে মিছিলে—এরা নাকি শহরের ক্রীড়াবিদ। তাদের নেতাকে ধরেছে, তাই তাকে ছাড়ানোর দাবি। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক বয়স্ক ভদ্রলোকের উক্তি কাকার কানে এলো—শহরের এতো ক্লাব? যেসব ক্লাব দেখছি তাদের তো বাপের কালে কোন দিন একটা খেলা করতে দেখিনি। একদল লোক এই সময় শ্যামাপূজা কমিটির ব্যানার নিয়ে মিছিল ক্রশ করছিল। কাকা মনে মনে ভাবলেন, সত্যি এটাও ক্লাব? দেখতে দেখতে এলো। গোদা সংঘ, মোটা ক্লাব, লম্বু স্মৃতি সংঘ আরও কত।

ঐ ভদ্রলোকের পাশের ভদ্রলোক আপন মনেই জানতে চাইলো, কই শহরের নামী-দামী-ক্লাবগুলোকে দেখছি না তো? বয়স্ক ভদ্রলোক নিজে থেকেই উত্তর দিলেন, কী করে দেখবেন মশাই? ওরা তো আর মন্ত্রীর কাছ থেকে দু-লাখ টাকা করে পায়নি। ওরা যে সত্যিকারের খেলাটা করে, খেলা নিয়ে ভাবে। ওরা তো আর টাকা নিয়ে ফুর্তি করবে না। তাই ওদের চোরকে ছাড়ানোর দায়ও নেই।

তার মানে এরা সবাই দু-লাখ টাকা করে পেয়েছে? ঐ ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞাসা করলো।

—না, সবাই দু-লাখ টাকা পায়নি। কেউ কেউ দু-লাখের বদলে দেড়-লাখ, একলাখ চল্লিশ করে পেয়েছে। বাকিটা মায়ের ভোগে। তারা সবাই আসতে বাধ্য, এসেছেও। আর কিছু ক্লাবকে আগামী দিনে দেবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েও নিয়ে এসেছে। বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন।

কাকা আর থাকতে না পেরে ওদের কথার মাঝে ঢুকে পড়লো। বললো, তা ভালোই তো ক্লাবগুলো টাকা পেলে তো উপকারই হবে। খেলা-ধূলার চর্চা বাড়বে। ক্ষতি কী হয়েছে?

বয়স্ক ভদ্রলোক এবার চড়া গলায় কাকাকে আপাদ মস্তক দেখে বলে উঠলেন, শুনুন মশাই, চর্চা-টর্চা হলে তো ভালোই হতো। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখুন টাকাগুলো দিয়ে কী হয়েছে?

—কী হয়েছে?

—মদ, মাংস আর ফুর্তি হয়েছে। ছট, ঈদ, মহরম, কালী-দুর্গা সবেতে উৎসব করেছে আর নাচা-গানা করেছে। এই যে দেখছেন আদৌ সব ক্লাব আছে নাকি?

—তবে এরা কারা?

—আরে মশাই দেখুন ভালো করে (মিছিলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখলেন) ঐ যে দেখছেন ব্যানারটা দেখুন আজই তৈরি হয়েছে মনে হচ্ছে। কোন রেজিস্ট্রেশন নম্বর নেই। আসলে কয়েকটি ক্লাব এইভাবে নতুন নতুন ব্যানার-ফ্লেক্স করে পথে নেমেছে। আসলে লোক সবই কয়েকটি ক্লাবের। নতুন নতুন ব্যানার, ফ্লেক্স নিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়েছে। লোক দেখানি জানেন? এটা সেটা।

—ও! কাকা আর কথা না বাড়িয়ে আর এক ভাঁড় চা নিয়ে খেতে খেতে ভাবলেন, সত্যি তো এরা কার জন্য পথে নেমেছে? যে লোকের টাকা মেরে ছেলের বিয়েতে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে, দেশ-বিদেশে সম্পত্তি কিনেছে, ব্যাঙ্ক ভর্তি টাকা গচ্ছিত করেছে, দামি-দামি গাড়ি চেপেছে, হাই প্রোফাইল লাইফ্-স্টাইল ভোগ করেছে, অনেককে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছে, যার জন্য বর্ধমানেরই একটি মেয়েকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে, তারজন্যে প্রতিবাদ মিছিল? তারমানে এদেরও অনেকের স্বার্থ জড়িয়ে আছে মনে হয়।

কাকা চায়ের ভাঁড়টা ছুড়ে ফেলে দিল। চোখ পড়লো উল্টো দিকে টাঙানো বিশাল ফেস্টুনে। যেখানে নেতার ছবি দিয়ে লেখা আছে, "দাদা তুমি আমাদের নেতা, আমারা তোমার পাশে আছি"।

একটি সভা

ঐ ফেস্টুনটার নিচেতেই আস্তে আস্তে জড়ো হলো বামপন্থী ছাত্র-যুব-মহিলারা। ওরা এখানে একটি প্রতিবাদসভা করবে। এদের আবার কিসের প্রতিবাদ? পুলিশও রয়েছে দেখে কাকা ভাবলেন হয়তো ঝামেলা হতে পারে। কাকা অতি উৎসাহী হয়ে রাস্তাটা পেরিয়ে সভার কাছেই গিয়ে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে ভিড়টা বেশ জমাট হলো। সন্ধ্যেও নেমে গেছে, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, তবুও ভিড়টা বাড়লো। ভিড়টা রাস্তা পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। এদেরও একটা ফেস্টুন কাকার চোখে পড়তেই বুঝে গেলেন কিসের প্রতিবাদে ছাত্র-যুবরা নেমেছে। সত্যি তো, ভাবা যায় সন্ত্রাসবাদীরা কীভাবে নির্বিচারে এতগুলো শিশুকে মারলো পাকিস্তানে। সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এদের প্রতিবাদ। জ্বললো মোমবাতি। অন্ধকারের মধ্যে সকলে যখন মোমবাতিগুলো উপরে তুলে ধরলো, কাকার সেই ছোট্ট ছোট্ট শিশুগুলোর মুখ চোখে ভেসে উঠলো। কাকাও একটা মোমবাতি জ্বালালো। এই প্রতিবাদের মোমবাতির আলো ঐ চোর নেতার ফ্লেক্সেও পড়লো।

তখন সন্ধ্যে অনেকটাই গড়িয়ে গেছে। কাকা মনে মনে ভাবলো, এদের প্রতিবাদসভা আর বিকেলের প্রতিবাদ মিছিলের কত ফারাক! সেই বয়স্ক ভদ্রলোক তখনও রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন। কাকা দেখতে পেয়ে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেসা করলো, কী ব্যাপার, এখনো আছেন?

—চলেই যাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু বিকেলের ঐ মিছিলটা দেখলাম, তারপর এদের এই প্রতিবাদসভাটা না দেখে গেলে খুব অন্যায় হবে ভেবেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম দুটোর মধ্যে কত ফারাক। ওরা চোরকে বাঁচাতে মিছিল করছে আর এরা সন্ত্রাসবাদ দমন করতে সভা করছে। ভাবা যায়! শুনুন মশাই এখনই ভাবার সময় এসেছে, সবাইকে ভাবতে হবে। কার সাথে থাকবো? কার সাথে হাঁটবো? তাই আমি থেকে গেলাম। কাকারও আজ আর বাড়ি ফেরা হলো না। কাকাও থেকে গেলেন।

সারা বাংলা লিটল ম্যাগাজিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২০ ডিসেম্বর : আজ ইস্পাতনগরীর সুরেনচন্দ্র মডার্ন স্কুলে বর্ধমান জেলা লিটল ম্যাগাজিন সংঘের উদ্যোগে ২ দিন ব্যাপী দ্বিতীয়বর্ষ সারাবাংলা লিটল ম্যাগাজিন মেলার উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সন্দীপ দত্ত। স্বাগত ভাষণ দেন রাজীব ঘাঁটী। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন অশোক মজুমদার, মৃণাল বণিক, মতি মুখোপাধ্যায় ও বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক লুৎফর রহমান, হামিদুল ইসলাম আজম, মান্না রায়হান ও নন্দন কুমার বসু।

অন্য সংস্কৃতি

চন্দ্রাভা

স্বপন ঘোষ চৌধুরী

জায়গাটা খুব পছন্দ হয়েছে। স্কুল থেকেই দেখা যায় দামোদর নদ। এপারে বাঁকুড়া ওপারে বর্ধমান। মাত্র সাতিদিন হল রজত এখানে কাজে যোগ দিয়েছে। সরলাবালা আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়। যেহেতু গ্রামের স্কুল তাই শিক্ষিকাদের জন্যে একটা ছোট্ট আবাসনও আছে। ঘর একটাই, চারটে তক্তাপোষ। এরপর বালিশ বিছানা অন্যান্য জিনিস যার যার তার তার। চারটে তক্তাপোষের তিনটেই খালি ছলি। রমলা এসে একটা শূন্যস্থান পূরণ করলো। এঘরে এতকাল একা ছিলেন মণিকা মজুমদার। বহরমপুরের এই মহিলা এই স্কুলে চাকরিতে ঢোকার পর আর কোনও দিন বহরমপুর যাননি। তিনি নিজেই সেকথা রমলাকে জানিয়েছেন। পিতৃমাতৃহীন এক বালিকা তাঁরই স্কুলের এক শিক্ষিকার আশ্রয়ে থেকে লেখাপড়া শিখে এই স্কুলে শিক্ষিকার চাকরি পেয়েছেন। এমনই কপাল, তাঁর চাকরির সাত দিনের মাথায় এক পথদুর্ঘটনায় আশ্রয়দাত্রী, মাতৃসমা এই শিক্ষিকা মারা যান। ওই একবার। একবারই গিয়েছিলেন বহরমপুর, তারপর আর কোনও দিন ওমুখো হননি। অঙ্কের টিচার মণিকাদি। কম কথা বলেন, কম হাসেন, কম নড়াচড়া করেন, মানুষের সঙ্গে কম মেলামেশা করেন। মাঝেমধ্যে বড়দিদি নমিতা ঘোষের সঙ্গে কীসব আলোচনা করেন। স্কুলের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি সকলের দিদি। বয়সে ছোট হলেও দিদি। মাঝে মাঝে আসতো অন্তরা। স্কুলে ছুটির পর আধ ঘন্টা, এক ঘন্টা আড্ডা মারতো। এখনও আসে। রমলাকে বললেন, বড্ড কম বয়স। একটু সামনে সুমলে চলবে। জায়গা খুব ভাল, মানুষজন আরও ভাল। ছাত্রীরা কেউ অসদাচরণ করে না, আমাদের বড়দির মত মানুষ হয় না। কারও দিদি তো কারও মা। আর সতের দিন পর ছাব্বিশে এপ্রিল অবসর নেবেন। আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষ, আমাদের সবচেয়ে হিতাকাঙ্ক্ষীকে আর সময়ে অসময়ে কাছে পাব না। এখানে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সাতাশটি বছর কাটিয়ে দিলেন। অবসর নিয়ে কোথায় যাবেন কে জানে!

রমলা কথাগুলো শুনুলো। শুনে মনটা ওরও খারাপ হয়ে গেল। এই সাতদিন বেশ কয়েকবার বড়দির সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রতিটি কথায় স্নেহের পরশ। কোনও উষ্মা, কোনও অহংকার যেন তাঁর অভিধানের বাইরে থেকে গেছে।

অবশ্যি অন্তরা বেশ প্রগলত ছটফটে, হাসিখুশি এবং চটপটে। হৈ-হৈ ভালবাসে। টিফিনে কমনরুমে ওর গলা সবাইকে ছাপিয়ে যায়। মেঘলা আকাশ, কেবল অন্তরা স্কুলে পৌঁছানোর অপেক্ষা। সকলে গোমরা মুখ থেকে মেঘের আস্তরণ সরিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঝকঝকে রোদ্দুরে ভাসিয়ে দেবে দশ দিক। ইন্দাস থেকে রোজ আসা যাওয়া করে। অন্তরা ছাড়া স্কুলের কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা ভাবাই যায়না। এই অন্তরা রমলাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, আমি তোমার চেয়ে পাক্কা চারবছর দেড় মাসের বড়। তাই কদাচ দিদি বলবে না। দশ বছরের কম সিনিয়ররা সিনিয়রই নয়—মনে রেখো। তারপরই বলে উঠলো—এই শোন, দু-জনে দু-জনকে তুই বললে কেমন হয়? আজ থেকে তুমি নয়, তুই।

আবেগে রমলার দু-চোখ জল এসে গিয়েছিল। বাবা মা বারবার সাবধান করে দিয়েছিলেন, বড় চিন্তায় ছিলেন, নতুন জায়গা, কী যে হবে জানিনা। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকবি। সে আশঙ্কা আর নেই।

অন্তরা ওর কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিল—তোর বাড়ি কোথায় রে?

—হাওড়া, বামনগাছি।

—উরিব্বাস। মাসে একবার বাড়ি যাবি?

—সবরকমই ভেবে রেখেছি।

অন্তরা এখন স্কুল শেষে প্রতিদিনই আসছে। মণিকাদির সঙ্গে যত কথা তার শতগুণ বেশি কথা রমলার সঙ্গে। এভাবেই রমলার খবর পৌঁছান বড়দির কাছে।

সেদিন দুপুরবেলা, শনিবার। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। বড়দি বললেন, রমলা, আমার সঙ্গে একটু দেখা করবে।

রমলা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়েছিল, বড়দি, আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন?

—বসো। বড়দি নিজের চেয়ারে বসে ছিলেন। সামনের চোরে দেখিয়ে রমলাকে বসতে বললেন। একটু থেমে বললেন, স্কুল তোমার কেমন লাগছে?

—ভারি সুন্দর বড়দি। আপনার মতো বড় দিদি যেখানে সেখানে কারও খারাপ লাগে? আমার তো মনেহচ্ছে এখানেই যদি বরাবরের মতো থেকে যেতাম।

—তুমি তো হাওড়ার বামনগাছিতে থাকো?

—হ্যাঁ বড়দি, আঠার নম্বর বি রোড।

—ঘটকপুকুর চেনো?

—চিনি। লিলুয়া হয়ে কোণারদিকে যেতে হয়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। এখানে এক ভদ্রলোক থাকেন আমার পরিচিত। আগামী শনিবার তুমি তো বাড়ি যাবে বলছিলে, আমি একটা চিঠি তোমার হাতে দেব, ওনার ঠিকানাটিও দেব, চিঠিটা তুমি ওনার হাতে পৌঁছে দিও আর উনি যদি কোনও উত্তর দেন, নিয়ে এসো।

—ঠিক আছে বড়দি।

রমলা চলে এল।

স্কুল এমনই এক জায়গা যেখানে সাতটা দিন পার হয়ে যাওয়া যেন মুহূর্তের ব্যাপার। প্রায় হাজর বালিকার কলতানে মুখরিত থাকে সারাটা দিন। বরং স্কুল ছুটি হয়ে গেলেই মন খারাপ লাগে।

শুক্রবার স্কুল চলাকালীনই বড়দি ডেকে পাঠালেন রমলাকে। টিফিনে রমলা দেখা করল। বড়দি একটা পিন করা খাম রমলার হাতে দিল।

—পড়ে দ্যাখো প্রাপকের নাম ঠিকানা পরিস্কার লেখা আছে। উনি যদি কোনও উত্তর দেন, নিয়ে এসো।

—হ্যাঁ বড়দি, রমলা উঠে পড়লো।

সান্ধের মুখে বাড়ি পৌঁছে রমলা আর কোথাও বের হল না। আজ আকাশ সামান্য ঘোলাটে। পশ্চিমে হালকা মেঘ ছিল, সামান্য ঝোড়ো বাতাস বয়েছিল বিকেলে। এখন গরমের দাপট কমে গিয়ে বেশ ঠাণ্ডা একটা অনুভূতি। ঠিক আঠাশ দিনের মাথায় বাড়ি এল। এ যেন নতুন কোনও জায়গা, বাড়ি নয়। এইতো ট্রেনের ঝমঝম শব্দ। লোহা কারখানার দড়াম দড়াম ঝনঝন। কানে লাগছে। কী নিস্তব্ধ এই সোমসার গ্রাম। গ্রামতো নয়, ছবি। কতজন নাকি শীতে আগে পিকনিক করতো। তখন পরিযায়ী পাখিরা আসে। ভিড় করে নদীর চরে। বাবা-মার মাঝখানে বসে স্কুলের, স্কুলের গ্রামের নানা কথা শোনাচ্ছিল। বাবা-মা অবাক হয়ে শুনছিলেন। শেষে বাবা বললেন—থাক, তোর যে জায়গাটা ভাল লেগেছে, ভাল স্কুলে ভাল গ্রামে পৌঁচেছিস, আমরা নিশ্চিন্ত হলুম।

পরদিন সকাল নটা নাগাদ রমলা বাড়ি থেকে বেরলো। সরাসরি রিক্সায় ঘটকপুকুর।

বাড়ি খুঁজে পেতে বেশি দেরি হলনা। একজন পরিচিত চিকিৎসকের বাড়ি খোঁজা কোনও সমস্যাই নয়।

চেম্বারে অনেক রোগী। বাইরে একজন সহকারী। রমলা সরাসরি তাকে বলল, রোগের কারণে নয়, ডাক্তারবাবুকে একটা চিঠি দিতে হবে, একটু ভেতরে যাব।

—দাঁড়ান, ভেতরে পেশেন্ট আছে। বাইরে এলে ঢুকবেন।

রমলা দাঁড়িয়ে রইল। রোগী বেরিয়ে যেতেই রমলা ধীরে পায়ে ভেতরে এল।

—বসুন। দেখল দীর্ঘদেহী সু-স্বাস্থ্যের এক সুপুরুষ। ঘিয়ের মতো গায়ের রঙ। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। দাড়ি গোঁফ পরিস্কার করে কামানো, সাদা বুশ সার্ট, ছাই রঙের টাউজার পরনে। পায়ে কালো চকচকে বুট। একেবারে আগাগোড়া ফিটফাট।

—কী হয়েছে? এই চেয়ারে আসুন।

—আমার কিছু হয়নি।

—তবে কি আমার মুখ দেখতে এলে?

—না স্যার, সবলাবালা আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের বড় দিদিমনি, আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। আপনার কাছে সেটা পৌঁছতে এসেছি।

—সে আফটার থার্টি ইয়ার্স। দাও, চিঠিটা দাও।

রমলা হাত বাড়িয়ে চিঠিটা দিল। ডাক্তার পি. কে সেনগুপ্ত চিঠিটা পড়ছেন, ওঁর মুখের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। রমলা লক্ষ করলো শেষে ডাক্তার সেনগুপ্তর মুখমণ্ডল যেন প্রভাতী সূর্যের আলোয় ঝলমন করে উঠলো।

ডাক্তার সেনগুপ্ত বললেন, একটা উত্তর লিখে দিচ্ছি, তুমি পৌঁছে দিও, কেমন?

রমলা ঘাড় নাড়লো। ডাক্তার সেনগুপ্ত একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখে সেই খামেই ভরে প্রাপক কেটে প্রেরক আর প্রেরক কেটে প্রাপক লিখে দিলেন। দেখে রমলা হেসে ফেললো। ডাক্তার সেনগুপ্ত বললেন—নাও।

রমলা চিঠিটা নিল। ওঠার পর হঠাৎ চোখ গিয়ে পড়লো দেওয়ালে টাঙানা ডাক্তার সেনগুপ্ত আর তাঁর স্ত্রীর যুগল ছবি। ডাক্তার সেনগুপ্তর স্ত্রীর ছবিটা কেমন যেন চেনা চেনা ।

কালনায় ধমুদা নিজেই প্রতিষ্ঠান ছিলেন

পঙ্কজ পাঠক

তখন কালনার অঘোরনাথ পার্কের মাঠে স্টেডিয়াম হয়নি। মাঠের চতুর্দিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরাও নয়। মাঠের উত্তর-পশ্চিম দিকের ছোট জায়গায় শীতকালে ভলিবল আর সারা মাঠ জুড়ে ক্রিকেট প্রাকটিস চলে। একবার এলেন কলকাতা থেকে কিছুদিনের জন্য বিখ্যাত কোচ অচ্যুত ব্যানার্জী, বিদেশ বসু সহ এক ঝাঁক প্রতিভাবান ফুটবল খেলোয়ার, প্রশিক্ষণ নিলেন। তারপর সুব্রত কাপে কালনার অম্বিকা স্কুল একটার পর একটা স্কুলকে হারাচ্ছে। বড়রা এসে ছোটদের উপদেশ দিচ্ছেন খেলার খুঁটিনাটি নিয়ে। সকলের পরিচিত শিবুদা প্রতিদিনই বিকেলে বাদামভাজা নিয়ে মাঠে হাজির। সুনীলবাবু, কৃপাবাবু, কাঙালিবাবুরা মাঠের পূর্বদিকে বাদাম খেতে খেতে খেলা দেখতে ব্যস্ত থাকেন। এরমধ্যেই কালনা কলেজের কিংবা মহকুমা অথবা জেলাস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একশো মিটার দৌড় শুরু হবে মাঠের উত্তর দিক থেকে। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি আর পায়ে সাদা কেডস্ পরিহিত শ্যামবর্ণ প্রাণোচ্ছল একজন স্টার্টিং গান হাতে ট্রাকের এক পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন—অন ইওর মার্ক, সেট এবং তারপর স্টার্টিং গানের টিগার টিপলেন, অমনি দৌড় শুরু হল। নিখুঁতভাবে যিনি দৌড় শুরু করলেন তাঁর নাম ধর্মদাস সামন্ত হলেও সকলেই তাঁকে ধমুদা বলেই ডাকতো।

একশো-দুশো-চারশো-আটশো মিটার দৌড়, রিলে রেস, হাই বা লং জাম্প, জ্যাভালিন বা ডিসকাস থ্রো সবই তিনি পরিচালনা করতেন। নিয়ম-কানুন সব নখ-দর্পণে, পান থেকে চুন খসবার উপায় ছিল না। এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। কথা বলতেন কম কিন্তু ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলোকে দারুনভাবে পরিচালনা করতেন।

সেই সময় আঘোরনাথ পার্ক মানে খেলাধূলা আর রাজনৈতিক সভা-সমাবেশের মিলনক্ষেত্র। বিধানসভায় দাঁড়াতেন সি পি এম-এর হরেকৃষ্ণ কোঙার আর কংগ্রেসের দেবেন্দ্র বিজয় ঘোষ (কাশী ঘোষ)। লাঙল যার জমি তার শ্লোগান দিতে দিতে গ্রাম গ্রামান্তরের কৃষকেরা কালনা শহরে মিছিল করছেন, মিছিলে লাল পতাকায় ছয়লাপ, মিছিলের সামনে মহাদেব ব্যানার্জী শ্লোগান দিচ্ছেন। অঘোরনাথ পার্কে মিছিল এসে জড়ো হতো। সভাগুলোতে আসতেন জ্যোতি বসু, হরেকৃষ্ণ কোঙার, প্রমোদ দাশগুপ্তের মতো নেতারা। অঘোরনাথ পার্কের সভাগুলিতে অজয় মুখার্জী, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কেও আসতে দেখেছি। বামপন্থী নেতাদের বক্তৃতা শুনে মনে হতো দেশের গরিব মানুষের মুক্তির সংগ্রাম বোধ হয় এই মাঠ থেকেই শুরু হল। গ্রাম থেকে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়ে মিছিল আনতেন, তাঁদের কাউকে কাউকে চিনতাম, তাঁদের সন্ন্যাসীপ্রতিম জীবনযাত্রা অবাক করতো। সভার সময় দেখেছি ধমুদাকে মাঠের এককোণে দাঁড়িয়ে নিবিষ্টমনে বক্তৃতা শুনতে।

সত্তরের দশকে কালনা শহর তছনছ হয়েছে। প্রথম শহিদ লক্ষ্মীনারায়ণ নায়েক, আমাদের পাড়ার যুবক, অঘোরনাথ পার্কে খুন হলেন। খুন হওয়ার সময় পকেটে থাকা ম্যানিব্যাগটা তাঁর বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন নিজের কাছে রাখতেন। দেখেছি তাঁর মাকে আমৃত্যু চোখের জল ফেলতে। এরপর নৃশংসভাবে খুন হলেন মহাদেব ব্যানার্জী। একটা থমথমে ভয়ের শহর, কান পাতলে সি আর পি-র বুটের আওয়াজ শোনা যেত। কালনা রাজস্কুলের প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক বিমল দাশগুপ্তকে ভয় দেখানো হচ্ছে, তবু তিনি শিক্ষক সংগঠনের মিছিলে হাঁটছেন।

কালনা রাজস্কুলের প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষক ছিলেন মধুবাবু। খুব ফর্সা ছিল তাঁর গায়ের রঙ,। আমি যখন ছোটবেলায় তাঁকে দেখেছি তখন তাঁর একমাথা পাকা চুল, ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন। তিনি ছিলেন ধমুদার অন্তরঙ্গ বন্ধু। মধুবাবু ও ধমুদা দু'জনে রাজস্কুলের ছাত্রদের স্কাউটের ট্রেনিং করাতেন। শুনেছি খেলাপাগল মধুবাবু একসময় কালনা রাজস্কুলের স্কাউট গ্রুপকে রাজ্যস্তরে মর্যাদার আসনে বসিয়েছিলেন। আমরা যখন স্কাউট করতাম তখন খাকি জামা-প্যান্ট, কেডস্ সবই স্কুল থেকে দিত। মধুবাবুর জন্যই নাকি ওইসব ছাত্রদের জন্য মজুত হয়েছিল। মধুবাবু অঘোরনাথ পার্কের বৃক্ষছায়াতলে বসিয়ে মাঝেমধ্যে ক্লাস নিতেন। আত্মভোলা ক্রীড়ামোদী এমন মানুষের সান্নিধ্যে আসতে পারা পরম সৌভাগ্যের।

কালনায় ফুটবল লিগ শুরু হলে কালনার ক্লাবগুলো ছাড়াও গুপ্তিপাড়া থেকে ছেলেরা খেলতে আসতো। যুপ্তিপাড়ার সঙ্গে কালনার ফুটবল প্রতিযোগিতা অনেকটা ছিল ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের মতো দারুন প্রতিদ্বন্দ্বিতার। কিন্তু সেইসব খেলায় বেশিরভাগ সময়ই রেফারি থাকতেন ধমুদা। সাদা খুব ঢোলা হাফপ্যান্ট, সাদা জামা, সাদা কেডস্ আর মুখে বাঁশি নিয়ে ধমুদা ছুটছেন অঘোরনাথ পার্কের রাজস্কুলের দিক থেকে লাইব্রেরির দিকে। ফাউল হলে একটু ঝুঁকে বা হাঁটুটা মাটির দিকে নামিয়ে বাঁশি বাজাতেন। সে ছিল এক অনবদ্য ভঙ্গিমা। ধমুদা খেলা পরিচালনা করলে খেলোয়ারদের মধ্যে ঝামেলা হতো খুব কম। যদিও বা কখনও দু'দলের খেলোয়ারা মুখোমুখি বিতর্কে

—এরপর চারের পাতায়

বিক্ষত হৃদয়ের আর্জি তোমরা ঘুমোও

অরুণ মজুমদার

এরা চাইছে
ঈশ্বরের রাজত্ব
যেখানে শুধুই চলবে নাকি
শরীয়তী বিধান ... সেদিন পেশোয়ারে
হুকুমত-এ-এলাহি করার জন্য ফুটফুটে তরতাজা
দেড়শত শিশু ছাত্রের দেহ হয়েছে
বুলেটে এফোঁড় ওফোঁড়।
রক্তের নদীতে স্নাত হয় বিশ্বের বিবেক
মায়ের ভায়ের বাবার শোক
পৃথিবীর সব দেশে
জমে জমে পাথর হয়ে গেছে

এ বিশ্ব নারকীয় তালিবানী
শরিয়তের নির্বোধ ফতোয়ায়
মুছে যাবে সব নাচগান
সঙ্গীতের অমোঘ মূর্চ্ছনা।
এ জমানায় বেচে থাকবে শুধুই
আনপড় মেয়েরা মায়েরা শুধুই
দাসিবৃত্তি আর মা হওয়ার মেসিন হয়ে।

মালালা মা আমার তোমার স্পর্ধিত বিবেক
হেটে যাক বিশ্বের প্রতিটি প্রত্যন্তে
যেখানেই হতমান মানবীয় সত্তা
সেই প্রাজ্ঞ পুরুষ তো
বলেছিলেন বিশ্বকে—
জ্ঞানের ভাণ্ডার ভরে তোল
জাহানের সব প্রান্ত ঘুরে
অথচ এরা ...
আমরা জাগরী এখানে ...
ওখানে সেখানে
মানুষের মনের কন্দরে ...

মেমারিতে মিছিল থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে জেরা করার দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৫ ডিসেম্বর : মেমারি-১ মধ্য লোকাল কমিটির ডাকে আজ বিকাল সাড়ে ৫টার সময় জোনাল দপ্তর থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল হয়। মিছিল মেমারি শহর পরিক্রমা করে স্টেশন বাজারে এসে শেষ হয়। মিছিলের প্রথম সারিতে ছিলেন সি পি আই(এম) নেতা সুকান্ত কোঙার, অভিজিৎ কোঙার, প্রশান্ত কুমার, সনৎ ব্যানার্জী প্রমুখ। মিছিল থেকে আওয়াজ ওঠে এবার সারদা কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে জেরা করতে হবে। সারদা কাণ্ডে অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে, অপরাধীদের সম্পত্তি বিক্রি করে আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে হবে। মিছিল শেষে স্টেশন বাজারে একটি পথসভা হয়। পথসভায় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলে সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয়।

কালনায় ধমুদা

—তৃতীয় পাতার পর

জড়াতো, ধমুদা কাছে গিয়ে দাঁড়ালে সব সমস্যা মিটে যেত। এমনও হয়েছে ধুতি মালিকোঁচা বেঁধে ধমুদাকে হুইসেল নিয়ে মাঠে নামতে দেখেছি।

খেলাই ছিল ধমুদার জীবন। সকলে তাঁর সঙ্গে সম্ভ্রম কথা বলতেন। তাঁর বাড়ি ব্যাঙ্কের বাজারের কাছে নার্সিংহোমের পাশের গলির ভেতর। সাইকেলে চেপে ঘুরতেন, খেলোয়ারদের প্রবল ভালবাসতেন। উপদেশ দিতেন কার কীভাবে অনুশীলন করলে উন্নতি হবে। ধমুদার কাছে এইসব ছিল তুচ্ছ। খেলাকে পুঁজি করেও তো গুছিয়ে নেওয়া যায়, নিজেকে বড় করে জাহির করে শহরে কেউকেটা হয়ে দাপিয়ে ঘুরেবেড়ানো যায়। অঘোরনাথ পার্কের উপর নীল আকাশ, নিচে সবুজ মাঠ, একদল ছেলে খেলছে, তারমধ্যেই তিনি আনন্দ খুঁজে পেতেন। আসলে পাওয়ার প্রত্যাশার মধ্যে দুঃখ আসে নানাভাবে। প্রাচ্যের জ্ঞান-সাধক থেকে কর্মযোগীরা তাই ভেবেছেন ফলের কথা না ভেবে কাজ করে যেতে। ধমুদা কাজ করে গেছেন নীরবে। বর্ষায় অঘোরনাথ পার্কের মাঠ দারুন কর্দমাক্ত হয়ে উঠতো। আমি দেখেছি অঝোরধারায় বৃষ্টি পড়ছে আমরা কেউ-কেউ বৃক্ষসম কৃষ্ণচূড়ার নিচে আশ্রয় নিয়েছি, অন্যেরা মাঠের ধারে ছাতামাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঠে খেলা চলছে, মধ্যবয়সী ধমুদা বৃষ্টি উপেক্ষা করে খেলা পরিচালনা করছেন। সে ছিল খেলার ধ্রুপদী দৃশ্য। যাঁরা সেই দৃশ্যের সাক্ষী তাঁরাই জানান তা কত মধুর ছিল।

গোল হলে বাড়ি থেকে দর্শকদের সমবেত চিৎকার শুনতে পেতাম। মাঠে ঢুকেই ছিল একটা বৌদ্ধ স্মারক স্তম্ভ, এই স্তম্ভের সিঁড়ির ধাপে-ধাপে বসে ছোটরা বসে খেলা দেখতো। অঘোরনাথ পার্কের পাশেই নিমতলা মাঠ, সেখানে শীতকালে সার্কাস আসতো। সেই হু-হু করে হাওয়া বওয়া মাঠ, লিগের খেলা না থাকলে সারা মাঠ জুড়ে অনেক ছেলে দল বেঁধে বেঁধে ফুটবল খেলছে—সেইসব শুধুই স্মৃতি। তবু মনে হয় এখনও অঘোরনাথ পার্কে ধমুদার বাঁশির আওয়াজ শুনতে পাবো।

অঘোরনাথ পার্কে সন্ধে নামার পরও ছেলেরা অনেকে দলবেঁধে গল্প করত। মাঠ থেকে শোনা যেত স্টিম ইঞ্জিনের আওয়াজ, হাতেগোনা ট্রেন ছিল কলকাতা যাতায়াতের। স্টেশনে ট্রেন থামলে গুটিকতক ডেলি-প্যাসেঞ্জার সাইকেলে চেপে অঘোরনাথ পার্কের পাশ দিয়ে যেত। লাইটপোস্টে লাগানো বালবের টিমটিমে আলোয় সেইসব ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ঘরেফেরা ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের মুখ আজও মনে পড়ে। মাঝে মধ্যে ধমুদাকে দেখেছি সন্ধের পরও মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে। কী ভাবতেন, কী দেখতেন কে জানে। বোধহয় মাঠকে ছেড়ে যেতে তাঁর ইচ্ছে করতো না। মানুষের মধ্যে অন্য মানুষ বাসা বেঁধে থাকে, সেই অন্য মানুষ সারা জীবন খুঁজে যায় কিছু। আমারও মনে হয় ভারতের শহর-গ্রাম-গ্রামন্তরে খুঁজলে ধমুদাকেও খুঁজে পাবো, হয়তো দেখবো তিনি কোনো সবুজ মাঠে খেলা পরিচালনা করছেন ঠিক যেমন করতেন অঘোরনাথ পার্কে।

ধমুদা একটা প্রত্যয় কালনা ও তার আশেপাশের অঞ্চলের যুবকদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন এবং তা পুঁজি করে অনেক খেলোয়াড়ই জীবনে অনেকটা পথ পেরিয়েছে। আসলে গোটা জীবনটাই খেলার আবর্তে পাক খেতে খেতে কাটায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। দুঃখ হয় এইভেবে যে তাঁর নামে স্টেডিয়ামের খানিকটা অংশ বা কালনার কোনো রাস্তার নামকরণ এখনও হয়নি। কালনা শহরে সম্প্রতি তারানাথ তর্কবাচস্পতির মূর্তি বসেছে। কালনাবাসী চিরকালই ঐতিহ্যকে মর্যদা দেয়, যোগ্য মানুষকে সম্মান দেয়। ধর্মদাস সামন্তর অবদানকে মনে রেখে তাঁর নামে অঘোরনাথ পার্কের স্টেডিয়ামের নামকরণ কি করা যায় না?

ভাতাড়ে গোষ্ঠী সংঘর্ষে মৃত টি এম সি কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২০ ডিসেম্বর : গোষ্ঠী সংঘর্ষে প্রাণ গেল এক তৃণমূল কর্মীর। মৃতের নাম বিল্লাল সেখ (৪৫)। বাড়ি বর্ধমানের ভাতাড় থানার রাজীপুর গ্রামে। বেশ কয়েকদিন ধরে একটি জায়গার দখলদারি নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। ১৮ ডিসেম্বর তা সংঘর্ষের রূপ নেয়। ৫জন আহত হয়। ১৯ ডিসেম্বর ভোর রাতে তৃণমূল সমর্থক বিল্লাল সেখের মৃত্যু হয়। গ্রামে পুলিশ টহল দিলেও এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

ভাঙ্চুর পুরসভায়

—প্রথম পাতার পর

পেতেও নাগরিদের গোষ্ঠীর শিকার হতে হচ্ছে। সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে কাউন্সিলার সমীর রায়-এর নেতৃত্বে ১৮ জন কাউন্সিলার আছেন এবং চেয়ারম্যান স্বরূপ দত্ত-র নেতৃত্বে ১৭ জন। সূত্রের খবর, কিছুদিন আগে শঙ্করী ঘোষের নেতৃত্বে কর্মিসভায় চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ১৮ জন কাউন্সিলর সোচ্চার হন। তার আগে কাউন্সিলর খোকন দাস শঙ্করী ঘোষের ওয়ার্ডে কর্মিসভা করলেও তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সূত্রের খবর নিজেদের তাল ঠোকাঠুকির জেরেই চেয়ারম্যান হেনস্থা।

শেষ খবরে জানা যায় পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জীর হস্তক্ষেপে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ গত ১৯ ডিসেম্বর শঙ্করী ঘোষ এবং চেয়ারম্যানকে মুখোমুখি বসিয়ে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দেন। অন্যান্য কাউন্সিলাররা অবশ্য ক্ষোভে ফুসছেন।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১।১৫ ডিসেম্বর, খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩৭ সালে, চীনের সম্রাট শেন নাঙ, ১৫০০ প্রকার; ২। হংকংয়ের রিটজ কার্লটন-এ, দার্জিলিং-এর মকাইবাড়ি চা; ৩। দিল্লিতে, ১৯৫৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর; ৪। ১৯৯১ সালের ১৬ ডিসেম্বর; ৫। পুলিশ প্রধান স্যান্দার্সকে, ১৯২৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর; ৬।১৯৯৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর, বিমানের নাম আন্ডোনভ-২৬; ৭। বর্ধমান জেলার সোনাপলাসী গ্রামে ১৯২৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর, 'ফোক টেলস্ অব বেঙ্গল', ২৮-১০-১৮৯৪; ৮। সান ফ্রান্সিসকো চলচ্চিত্র উৎসব, ১৯৫৭ সালের ২০ ডিসেম্বর; ৯। ১৯১৮ সালের ২২ ডিসেম্বর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৫১ সালে; ১০। ১৯০১ সালের ২২ ডিসেম্বর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়; ১১। ২২ ডিসেম্বসর, শ্রীনিবাস রামানুজ আয়েঙ্গ, জন্ম ১৮৮৭ সালের ২২ ডিসেম্বর; ১২। ১৯৯২ সালের ২২ ডিসেম্বর, জন্ম ২২-৬-১৯০০।

পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতি বর্ধমান জেলা শাখার ৫৬-৫৭ (দ্বি-বার্ষিক) জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো পারবীরহাটায় বর্ধমান কর্মচারী ভবনে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন করালী চ্যাটার্জী। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি শেখর সমাদ্দার, প্রদীপ প্রকাশ পাণ্ডা, প্রণব আইচ, সংগঠনের বর্ধমান জেলা শাখা সম্পাদক বিদ্যুৎ দাস, সভাপতিমণ্ডলী মাধব ঘোষ, স্বপন নন্দী, নন্দ দুলাহ গুহ। ১৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ১৬ জন আলোচনায় অংশ নেন। সম্মেলন মঞ্চ থেকে সভাপতি অত্রিমল্য, সম্পাদক আলোক ভৌমিক, কোষাধ্যক্ষ অভিজিত রায় নির্বাচিত হয়েছেন। ১৫ জনের সম্পাদকমণ্ডলী ও ৩৭ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়।

কলেজের সংসদ দখলে ...

—প্রথম পাতার পর

হবে। জেলার ৬টি মহকুমার প্রথম পর্যায়ে আসানসোল, কাটোয়া, কালনা মহকুমার অন্তর্গত কলেজে ২ জানুয়ারি নমিনেশন এবং ভোটগ্রহণ ৭ জানুয়ারি। দুর্গাপুর, বর্ধমান উত্তর, বর্ধমান দক্ষিণ মহকুমার অন্তর্গত কলেজগুলিতে ৩ জানুয়ারি নমিনেশন ফাইল এবং ৮ জানুয়ারি ভোটগ্রহণ। এস এফ আই জেলা সম্পাদক এক বিবৃতিতে জানান ২৩ ডিসেম্বর আসানসোল কমিশনারেটের কাছে চিঠি দেবে সুস্থ ভোটের জন্য। বর্ধমান জেলাশাসককে চিঠি দেওয়ার পর কাজ না হলে আরও বেশি বেশি ছাত্রকে সংগঠিত করে নমিনেশন দেওয়া হবে।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি চন্দ্রনাথ গোস্বামী, পিতা প্রয়াত অজিত গোস্বামী, গ্রাম ও পোঃ - বিজুর, থানা - মেমারি, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২২ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম চন্দ্রনাথ গোস্বামী। আমার এল. আই. সি পলিসি (নম্বর - ৪৬৩২৮৭১৯৯) তে ভুলবশত কুড়োরাম গোস্বামী এবং রেশনকার্ডে কুড়ো গোস্বামী নথিভুক্ত হয়েছে। চন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং কুড়োরাম গোস্বামী ও কুড়ো গোস্বামী, পিতা প্রয়াত অজিত গোস্বামী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সেখ মহম্মদ ফাইয়াজ রুহুল্লাহ, পিতা - সেখ আব্দুল খালেক, গ্রাম - দুবরাজদিঘি, (হরেরডাঙা), পোঃ - বাজেপ্রতাপপুর, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৭ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম Sk. Md. Faiyaz Ruhullah, S/O - Sk. Abdul Khaleque যা আমার জন্মশংসাপত্রে এবং রেশনকার্ডে ভুলবশত Sk. Md. Abdul Faiyaz Ruhullah, S/O - Sk. Md Abdul Khalek নথিভুক্ত হয়েছে। Sk. Md. Abdul Faiyaz Ruhullah, S/O - Sk. Md. Abdul Khalek এবং Sk. Md. Faiyaz Ruhullah, S/O - Sk. Abdul Khaleque এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ, পিতা প্রয়াত বৈদ্যনাথ ঘোষ, গ্রাম ও পোঃ - ওড়গ্রাম, থানা - ভাতাড়, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৫ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ যা রেজিস্ট্রি দলিলে (নম্বর ৮১৫, তাং - ০৬/০২/৭৯) ভুলবশত সৃষ্টিধর ঘোষ নথিভুক্ত হয়েছে। কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ এবং সৃষ্টিধর ঘোষ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

KASHMIR FASHION SHAWL

The Best & only one in Burdwan Town
The fashion of new style
(Regd. by Ministry of Textile Govt. of India)
Regn. no - JKSRK00116

Prop. - Majd Bhai Govt. Awarded Artisan is known to you more than 30 years in Burdwan town. This Concern is full of original Kashmiri Hand made Pasmina and Semi pasmina Shawl & other New attractive winter dresses for Gents & Ladies. It is requested to you Please check and use these for a time and certify me with your satisfaction.

Address : B.C. Road, Raniganj Bazar Choumatha more, near Bichitra Cinema, Burdwan

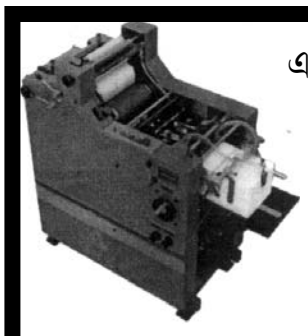

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫, ৩০০০১১৩

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা